## ২.৮ অনুবিভাগ-৮ঃ এশিয়া, জেইসি ও বৃত্তি

পটভূমিঃ

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এশিয়া, জেইসি ও বৃত্তি অনুবিভাগ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এশিয়া মহাদেশের জাপান ব্যতীত বিভিন্ন দেশ বিশেষত দূরপ্রাচ্য, দক্ষিণ-এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ব্যতীত অন্যান্য সংস্থার সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। ০৬ (ছয়)টি অধিশাখা ও ০২ (দুই)টি শাখা নিয়ে গঠিত এশিয়া, জেইসি ও বৃত্তি অনুবিভাগ বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব এর নেতৃত্বে এর উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করে যাচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সামাজিক খাতে বিভিন্ন উন্নয়মূলক কর্মকান্ডের পৃষ্ঠপোষকতা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখার মাধ্যমে এ অনুবিভাগ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন এশীয় দেশ ও সংস্থার ঋণ ও অনুদান সহায়তা এবং কারিগরি সহায়তা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তাপুষ্ট চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা,উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি ও স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স সংক্রান্ত কার্যাবলী প্রতিপালনের পাশাপাশি এশিয়া মহাদেশের ১১ (এগার)টি দেশের সাথে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন আয়োজনসহ এসব কমিশনের বিভিন্ন বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারক করা এ অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ASEAN ভূক্ত দেশসমূহ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে উন্নতম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে এসব দেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত এশিয়া, জেইসি ও বৃত্তি অনুবিভাগের গুরুত্ব উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমানে এ অনুবিভাগের মাধ্যমে যেসব দেশ ও সংস্থার সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করা হয়ে থাকে তাদের মধ্যে ভারত, চীন, দক্ষিণ-কোরিয়া, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (এসডিএফ) প্রনিধানযোগ্য। এছাড়া ভারত, দক্ষিণকোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চীনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি ও স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা মনোনয়ন এ অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

### ২.৮.২ এশিয়া, জেইসি ও বৃত্তি অনুবিভাগ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

#### ২.৮.২.১ ভারত

বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের মধ্যে ভারত অন্যতম। বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও নিকটতম প্রতেবেশী দেশ দু'টি, সাম্প্রতিক সময়ে দু'দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসের ভারত সফর বন্ধুপ্রতীম দু'টি দেশের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে। এ সফরকালে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বিভিন্ন খাতে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষরিত হয়। এসব খাতের মধ্যে বাংলাদেশের সড়ক ও রেল পরিবহণের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর স্থাপনে বাংলাদেশকে ০১ (এক) বিলিয়ন মার্কিন ডলার নমনীয় ঋণ প্রদান অন্যতম। জুন/ ২০১৫ সময়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের মধ্য দিয়ে দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবর্গের পর্যায়ক্রমিক সফর দু'দেশের সম্পর্কোন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ করে। অতীতের ধারাবাহিকতায় এ সফরে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে নতুনভাবে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নমনীয় ঋণ প্রদানের ঘোষণা করেন। এ ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতীয় নমনীয় ঋণের জন্য ঋণচুক্তি প্রক্রিয়াকরণ করছে।

**ডলার ক্রেডিট লাইন এগ্রিমেন্ট-২০১০**

২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত যৌথ ইশতেহারের আলোকে ২০১০ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় এক্সিম ব্যাংকের মধ্যে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের “ডলার ক্রেডিট লাইন এগ্রিমেন্ট” স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ভারত সরকার এ ঋণ হতে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান হিসেবে ঘোষণা করে। ফলে বর্তমানে ভারতীয় নমনীয় ঋণের পরিমাণ ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ ঋণের আওতায় বাংলাদেশ সরকার পরিবহন ও নদী ব্যবস্থাপনা খাতে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে গৃহীত অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্পের বর্ণনা নিম্নরূপ:

i. Construction of 2nd Bhairab and 2nd Titas Bridge with Approach Rail Lines

বাংলাদেশ রেলওয়ের তত্ত্বাবধানে ঢাকা-চট্টগ্রাম/সিলেট রেলপথের ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ভারতীয় নমনীয় ঋণ হতে ১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে এই প্রকল্পটির আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ে ও ভারতীয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ দু'টি সেতু নির্মাণ শেষ হলে আলোচ্য রেলপথে অধিক সংখ্যক রেল চলাচলে সক্ষম হবে। তাছাড়া ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট রুটে ভ্রমণের সময় অনেক সাশ্রয় হবে মর্মে আশা প্রকাশ করা যাচ্ছে।

ii. Procurement of 1 no. Dredger and Ancillary Crafts & Accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1No. BIWTA-3 Nos., BWDB-2Nos.)

নদী ব্যবস্থাপনা খাতে মংলা পোর্টের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটির আওতায় একটি ড্রেজার ক্রয়ের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে মংলা পোর্ট ও ভারতীয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মংলা বন্দরের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

iii. Construction of Khulna-Mongla Port Rail line including feasibility study

খুলনা হতে মংলা বন্দর পর্যন্ত সরাসরি আধুনিক মানের রেলপথ স্থাপনের লক্ষ্যে ভারতীয় নমনীয় ঋণ হতে ১৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দে আলোচ্য প্রকল্পটি রেলপথ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মংলা বন্দরের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে যা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনার পাশাপাশি আঞ্চলিক ট্রানজিটের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

iv. Modernization and Strengthening of Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI)

বিএসটিআই এর পরীক্ষাগার আরও মানসম্মত করার লক্ষ্যে ভারতীয় নমনীয় ঋণ হতে ২.৪৭৬২ মি: মা: ডলার বরাদ্দে আলোচ্য প্রকল্পটি শিল্প মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে। আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিএসটিআই এর পরীক্ষাগারটির অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হবে মর্মে আশা প্রকাশ করা যাচ্ছে।

v. Construction of 3rd & 4th Dual Gauge track between Dhaka-Tongi section and Doubling of Dual-Gauge Track between Tongi-Joydevpur section including signaling works on Bangladesh Railway

বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ভারতীয় নমনীয় ঋণ হতে ১২৩.১০ মি: মা: ডলার বরাদ্দে আলোচ্য প্রকল্পটি রেলপথ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে। আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা-টঙ্গী সেকশন ও টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে অধিক সংখ্যক রেল চলাচলে সক্ষম হবে। তাছাড়া ঢাকা-টঙ্গী ও ঢাকা-জয়দেবপুর রুটে ভ্রমণের সময় অনেক সাশ্রয় হবে মর্মে আশা প্রকাশ করা যাচ্ছে।

vi. Rehabilitation of Kulaura-Shahbazpur section of Bangladesh Railway

বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনে রেল লাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ভারতীয় নমনীয় ঋণ হতে ৫৪.৪১ মি: মা: ডলার বরাদ্দে আলোচ্য প্রকল্পটি রেলপথ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে। আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনে অধিক সংখ্যক রেল চলাচলে সক্ষম হবে। তাছাড়া কুলাউড়া-শাহবাজপুর রুটে ভ্রমণের সময় অনেক সাশ্রয় হবে মর্মে আশা প্রকাশ করা যাচ্ছে।

vii. Procurement of 120 nos. BG Coaches

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুনিক ও উন্নতমানের যাত্রীবাহী কোচের অভাব থাকায় এ অঞ্চলের বিপুল জনগোষ্ঠী উন্নত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। জনসাধারণের এ অসুবিধা দুরীকরণের লক্ষ্যে ভারতীয় নমনীয় ঋণের আওতায় ১২০টি যাত্রিবাহী বিজি কোচ ক্রয়ের লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় প্রকল্পটি গ্রহণ করে। ইতোমধ্যেই ভারতীয় সরবরাহকারী ও বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যে এতদসংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং জানুয়ারি/২০১৬ মাস হতে বাংলাদেশে যাত্রিবাহী কোচের সরবরাহ আরম্ভ হবে। প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তায়িত হলে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের জন্য রেল পরিবহনের ক্ষেত্রে উন্নতমানের ও আরামদায়ক সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ইতোমধ্যেই ২০১০-১১, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতীয় নমনীয় ঋণের সমুদয় অর্থেই প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে এ প্রকল্পগুলি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাস্তবায়ন করছে। ভারতীয় নমনীয় ঋণের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা নিচে উপস্থাপন করা হলো:

**<u>Ongoing Project List under LoC</u>**

| Sl. No. | Name of Projects |
|---|---|
| 1. | Procurement of 1nos. Dredger and Ancillary Crafts & Accessories for Ministry of Shipping (Mongla Port) |
| 2. | Construction of Khulna-Mongla Port Rail line including feasibility study. |
| 3. | Construction of 2nd Bhairab and 2nd Titas Bridge with Approach Rail Lines. |
| 4. | Construction of 3rd & 4th Dual Gauge track between Dhaka-Tongi section and Doubling of Dual-Gauge Track between Tongi-Joydevpur section including signaling works on Bangladesh Railway |
| 5. | Procurement of 120 nos. BG Coaches |
| 6. | Modernization and Strengthening of Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) |
| 7. | Rehabilitation of Kulaura-Shahbazpur section of Bangladesh Railway |
| 8. | Replacement and modernization of signaling and interlocking system of 03 stations of Ashuganj-Akhaura section in East Zone of Bangladesh Railway |

ডলার ক্রেডিট লাইন এগ্রিমেন্ট-২০১৫

জুন/২০১৫ সময়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো খাতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২ বিলিয়ন মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতীয় নমনীয় ঋণের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে এ ঋণে বাস্তবায়নের জন্য সড়ক পরিবহন, রেল যোগাযোগ, নৌ-পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য প্রযুক্তি ও বিদ্যুৎ খাতে বেশ কিছু প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এ ঋণের জন্য ঋণচুক্তি প্রক্রিয়াকরণ করছে।

স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক খাতে স্বল্প মেয়াদ ও ব্যয়ের কতিপয় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারকের আলোকে ভারত বাংলাদেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বেকার শ্রেণির কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ প্রভৃতি খাতে সর্বোচ্চ ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিটি প্রকল্পে অনুদান প্রদান করবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা এসব প্রকল্প গ্রহণ করবে এবং প্রকল্প দ্রুত সমাপ্তির লক্ষ্যে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকিসহ স্থানীয়ভাবেই এসব প্রকল্পের অর্থায়ন করবে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিটি অর্থবছরে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রকল্পে অর্থায়নের প্রস্তাব ইআরডি'তে পাঠাবে এবং বাংলাদেশ সরকার এর আলোকে প্রকল্প প্রস্তাব ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে। প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে পরবর্তীতে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে আলাদা আলাদা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক খাতে গুরুত্বপূর্ণ অথচ স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্পগুলি ভারতীয় অনুদান সহায়তায় অত্যন্ত দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় রাজশাহী, খুলনা ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৩টি পৃথক প্রকল্পে ৫৮.২৪ কোটি টাকা অনুদান সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মতি জানিয়েছে। এ ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে রয়েছে। এছাড়া আরো ৬টি প্রকল্পে ভারতীয় অনুদান সহায়তা প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ নির্মাণ

বাংলাদেশের আখাউড়া হতে ভারতের আগরতলা পর্যন্ত সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারকের আলোকে ভারত অনুদান সহায়তা ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে আলোচ্য রেলপথটি নির্মাণ করবে। এক্ষেত্রে ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে অনুদান হিসাবে ২৮

মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করবে। এ রেলপথটি স্থাপিত হলে আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তা ব্যাপক গুরুত্ব বহন করবে। পাশাপাশি এ রেলপথ চট্টগ্রাম বন্দরের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

দু'দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত যৌথ প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি প্রকল্পটির নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ আরম্ভ হবে মর্মে আশা প্রকাশ করা যাচ্ছে।

২.৮.১.২ চীন

- অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতার আওতায় বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে ২১,১০০,০০০ আরএমবি ইউয়ান (প্রায় ২৬.৩৭৫ কোটি টাকা) পরিমাণ অর্থে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন "Project of Hybrid Rice Technology Cooperation" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় চীনা বিশেষজ্ঞদের বাংলাদেশে অবস্থানের বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে পৃথকভাবে দু'টি বিনিময় পত্র চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে যথাক্রমে ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ এবং ২৬ মে ২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- চীনা অনুদানের আওতায় বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য "4 sets of Vehicles Mobile Container Inspection System" প্রদানের লক্ষ্যে ৮২.০০ মিলিয়ন আরএমবি ইউয়ান (প্রায় ১০৭ কোটি টাকা) পরিমাণ দু'টি বিনিময়পত্র উভয় দেশের মধ্যে গত ২৪ মে ২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়;
- চীনা অনুদানের আওতায় বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন "Planning for Flood Management in Bangladesh" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় চীন ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে যথাক্রমে ১৩-০১-২০১৫ ও ০৭-০৬-২০১৫ তারিখে উভয় সরকারের মধ্যে পৃথকভাবে দু'টি বিনিময়পত্র স্বাক্ষরিত হয়;
- এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পে চীনা বিনিয়োগ/বৈদেশিক সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে চীনা এক্সিম ব্যাংকের কর্মকর্তা/স্থানীয় চীনা দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করা হয়েছে;
- চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য পিআইসি ও পিইসি সভায় অংশগ্রহণ করে এ বিভাগের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

২.৮.১.৩ দক্ষিণ কোরিয়া:

বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী দেশ হিসাবে দক্ষিণ কোরিয়ার আবির্ভাব খুব বেশি দিনের না হলেও বাংলাদেশের প্রাধিকার ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে দক্ষিণ কোরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দক্ষিণ কোরিয়া সরকার নিম্নবর্ণিত দু'টি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে:

Economic Development Cooperation (EDCF): ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান
Korean International Cooperation Agency (KOICA): অনুদান প্রদানকারী সংস্থা

বর্তমানে মোট চলমান প্রকল্প সংখ্যা-

- EDCF – এর ৮টি (চলমান প্রকল্পসমূহের তথ্য পরিশিষ্ট-১১ এ দেয়া হলো);
- KOICA – এর ৬টি (চলমান প্রকল্পসমূহের তথ্য পরিশিষ্ট-১১ এ দেয়া হলো);

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে EDCF–এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এর সহায়তার পরিমাণ ৯৭.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

- স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য "Bhandal Jhuri Water Supply Project of Chittagong WASA" শীর্ষক প্রকল্পটির ঋণ চুক্তি গত ২৬.১১.২০১৪ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটির নমনীয় ঋণের পরিমান ৯৭.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো কর্ণফুলী নদীর বাম তীর এবং ডান ও বাম তীরস্থ অন্তঃসংযোগ স্থলের সংলগ্ন এলাকায় নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ করা।

এছাড়া EDCF -এর আরও ৮ টি প্রকল্প পাইপ লাইনে রয়েছে (চলমান প্রকল্পসমূহের তথ্য পরিশিষ্ট-১১ এ দেয়া হলো)

EDCF থেকে ২০১২-২০১৪ মেয়াদে বিভিন্ন প্রকল্পের অনুকূলে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গত ৬ জুন, ২০১৩ তারিখে ৩০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা সংবলিত একটি Framework Arrangement স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া, ২০১৫-২০১৭

অর্থবছরের জন্য ৩৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা সংবলিত একটি Framework Arrangement স্বাক্ষরিত হওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

- দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান EDCF বাংলাদেশ সরকারকে প্রতিবছর সাধারণতঃ নিম্নবর্ণিত সহজশর্তে আনুমানিক ১০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নমণীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে ।

EDCF -এর ঋণের সহায়তার প্রদানের শর্তাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

| | | |
|---|---|---|
| (ক) সুদের হার | : | ০.০১% (সরল) |
| (খ) ঋণ পরিশোধের মেয়াদ | : | ৪০ বছর (১৫ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ) |
| (গ) সার্ভিস চার্জ | : | ০.১% |
| (ঘ) ওভারডিউ চার্জ (পেনাল চার্জ) | : | সুদের অতিরিক্ত ২.০০% |
| (ঙ) সুদ পরিশোধের কিস্তি | : | ৬ মাস অন্তর অন্তর |
| (চ) সেবা ও মালামাল সংগ্রহ | : | কোরীয় কোম্পানির মধ্যে সীমিত দরপত্রের (Limited Competitive Bidding) মাধ্যমে |
| (ছ) ঋণ পরিশোধ | : | গ্রেস পিরিয়ডের পরে অর্ধ-বার্ষিকী সমান কিস্তিতে |
| (জ) মুদ্রা | : | মার্কিন ডলারের বিনিময় হারে কোরীয় ওনের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করতে হবে । |

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে KOICA-এর নিম্নবর্ণিত ২টি প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে-

- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য Eye Health Care and Prevention of Blindness in Selected Areas of Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পটির RD & ToR গত ২৯.১২.২০১৪ তারিখে স্বাক্ষরিত হয় এবং এতে অনুদানের পরিমাণ ৮.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । উক্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল চক্ষু স্বাস্থ্য কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা, জনসাধারণের চক্ষু স্বাস্থ্যের মান উন্নত করা, সাভার ও ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং DEPZ হাসপাতালে Vision Center স্থাপন করা ।

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন "Establishment of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh" -শীর্ষক প্রকল্পটির RD & ToR গত ২৯.১২.২০১৪ তারিখে স্বাক্ষরিত হয় এবং এতে অনুদানের পরিমাণ ৩.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । উক্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা ।

KOICA−এর সঙ্গে ৩টি অনুদান চুক্তি পাইপ লাইনে রয়েছে পরিশিষ্ট-১১ ।

KOICA সাধারণতঃ প্রতি প্রকল্পের অনুকূলে ১-১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা প্রদান করে থাকে এবং প্রতিবছর KOICA –এর সঙ্গে ২-৩ টি প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে থাকে । এছাড়া, আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নতুন প্রকল্প প্রস্তাব KOICA -তে প্রেরণ করা হলে তন্মধ্যে ৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৪.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে ।

কোরিয়ার স্বেচ্ছাসেবা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

কোরিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের ১৬ জুন ১৯৯৩ ও ২২ আগস্ট, ১৯৯৩ তারিখে স্বাক্ষরিত নোট এবং কোরিয়ার World Friend Program (WFP)-এর আওতায় কোরিয়া থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক এবং ডাক্তারগণ বাংলাদেশে আসেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য (সাধারণতঃ দুই বছর) বাংলাদেশে অবস্থান করে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, পল্লী উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও কোরিয়ান ভাষা শিক্ষার কাজে সেবা প্রদান করে থাকেন । বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ৪৫ জন কোরিয়ান বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবা প্রদান করছেন । এছাড়া, KOICA প্রতি বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টর থেকে প্রশিক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং প্রায় শতাধিক কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশর মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ।

কোরিয়ার Knowledge Sharing Program (KSP):

কোইকার অনুদান এবং ইডিসিএফ-এর নমনীয় ঋণ ছাড়াও কোরিয়ার বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার অভিজ্ঞতা বিনিময়/প্রশিক্ষণ/উন্নয়ন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য যে, KSP–এর আওতায় কোরিয়া সরকার কোন আর্থিক বা কারিগরি সহায়তা প্রদান করে না। তবে, কোরিয়ার বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান যেমন- Korean Center for International Economic Studies (CIES), Korean Development Institute (KDI), Korea Fixed Income Research Institute (KFIRI), Korean Capital Market Sookmyung Women's University (SWU), Korea Institute of Advancement of Technology (KIAT) প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে KSP অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক ক্ষেত্রে কোরিয়ার উন্নততরও প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন লব্ধ অভিজ্ঞতা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মকা-ের আধুনিকায়ন ও কাজের গতিশীলতা আনয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

বিশ্বের উদীয়মান অর্থনৈতিক দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া অন্যতম। অর্থনৈতিক চালিকাশক্তির দিক থেকে দক্ষিণ কোরিয়া এগিয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুতগতিতে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কোরিয়ার উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করে বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবিড় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কোরিয়ার সুবিধাভোগী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে পঞ্চদশ স্থান থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশে উন্নীত হয়েছে। বিশেষতঃ কোরিয়ার তথ্য-প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অভিজ্ঞতা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার মত এ বিভাগ দক্ষিণ কোরিয়া ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশের প্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহে আগামী ০৩ বছরে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের একটি তালিকা প্রস্তুত করে ইতোমধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহে কোরিয়ার উন্নয়ন অভিজ্ঞতা, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পক বিভাগ তৎপর রয়েছে।

২.৮.১.৪ অস্ট্রেলিয়াঃ

গত ২০ অক্টোবর, ১৯৯৯ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও অস্ট্রেলিয়া সরকারের মধ্যে উন্নয়ন সহায়তা সংক্রান্ত একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া সরকার বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, পানি ও পয়নিষ্কাষন ইত্যাদি খাতে প্রায় ৯০০ (নয় শত) মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার অনুদান সহায়তা প্রদান করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন এনজিও-এর মাধ্যমে প্রায় ১০০ (এক শত) মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার সহায়তা প্রদান করেছে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ান সরকার পিইডিপি-৩ প্রকল্পে ২০১২-২০১৭ সময়ের জন্য ৪৯ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার অনুদান সহায়তা প্রদান করছে। তন্মধ্যে ২০১৫-২০১৭ সময়ের জন্য ১৯.২০৮ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার অনুদান সহায়তা রয়েছে। এ সংক্রান্ত গত ২৪.০৮.২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলীয় সরকারের মধ্যে একটি সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া সরকারের দীর্ঘ মেয়াদি বৃত্তিঃ

২০১২ এবং ২০১৩ সালে অস্ট্রেলীয় সরকার ১১৬ জন বাংলাদেশি কর্মকর্তাকে AusAID-এর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে মাস্টার্স এবং ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে তন্মধ্যে ৭৯ জন সরকারি কর্মকর্তা রয়েছে।

২.৮.১.৫ জেইসিঃ

চীনের প্রস্তাবিত "Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)" প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৪ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ MoU স্বাক্ষর করেছে এবং ২৯ জুন ২০১৫ তারিখে Article of Agreement (AoA)-এ বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে।

২.৮.১.৬ বৃত্তি সংক্রান্ত ঃ

বিভিন্ন দেশ হতে দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উৎস হতে প্রাপ্ত বৈদেশিক ট্রেনিং, স্কলারশীপ, ফেলোশীপ প্রভৃতি কাজের কান্ট্রি প্রোগ্রাম, নীতিমালা প্রণয়ন ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে। উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে প্রয়োজনীয় আলোচনা ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে এতদবিষয়ে বরাদ্দকৃত সুযোগসমূহের বিপরীতে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করা হয়। অষ্টেলিয়া, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, ফিলিপিন্স প্রভৃতি দেশের যাবতীয় ফেলোশীপ, সেমিনার, ট্রেনিং ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরন করা হয়।

এছাড়াও সুইডেন-বাংলাদেশ ট্রাস্ট ফান্ড এর যাবতীয় সাচিবিক কার্যক্রম এ অনুবিভাগ হতে পরিচালনা করা হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১১ (এগার) সদস্যের একটি কমিটি আছে যার মধ্যে দেশের ০৪ (চার) জন বেসরকারি প্রথিতযশা ব্যক্তি রয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/পিএইচডি পর্যায়ে অধ্যয়নরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীকে এক পথের বিমান ভাড়ার ভ্রমণ মঞ্জুরি মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এ ফান্ডের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ২৮৪ জন

শিক্ষার্থী আবেদন করে। তাদের মধ্যে থেকে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মোট ২৬০ জনকে ভ্রমণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ-সুইডেনট্রাস্ট ফান্ডের কার্যক্রম Online-এ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

২০১৪-২০১৫ বছরে বিভিন্ন দেশ/সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্ত বৃত্তি কর্মসূচি ও উক্ত কর্মসূচিতে মনোনীত প্রার্থী, SIDA–র Personnel & Consultancy Fund হতে ভ্রমণ ব্যয়ে সম্মতি প্রদান এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল/এশিয়া ফাউন্ডেশন বিদেশী কর্মকর্তা/পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে Process Clearance (NOC) প্রদান সম্পর্কিত তথ্য চিত্রঃ

| দেশ/সংস্থার নাম | প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম | প্রশিক্ষণে চূড়ান্ত মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| ভারত | ITEC (Indian Technical & Economic Cooperation)<br>TCS (Technical Cooperation Scheme) | Short course-156 |
| কোরিয়া | KOICA (Korea International Cooperation Agency) | Short course-103 |
| | | Ms course-20 |
| চীন | Government of China | Short course 216 |
| থাইল্যান্ড | TICA (Thailand International Cooperation Agency) | Short course-15 |
| সুইডেন | SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) | Short course-05 |
| বৃটিশ কাউন্সিল ও এশিয়া ফাউন্ডেশন | বৃটিশ কাউন্সিল ও এশিয়া ফাউন্ডেশনে নিয়োগ প্রাপ্ত বিদেশী কর্মকর্তা/পরামর্শকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে Process clearance (NOC) ইস্যু। | |

২.৮.১.৭ সার্ক উন্নয়ন তহবিলঃ

সার্ক উন্নয়ন তহবিল বাংলাদেশের একটি নতুন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা। সার্ক দেশগুলি কর্তৃক গঠিত এ তহবিলের মাধ্যমে এ সংস্থার সদস্য দেশসমূহে বিভিন্ন উন্নয়ন ও কারিগরি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এরই অংশ হিসেবে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ভুটান, মালদ্বীপ ও বাংলাদেশ যৌথভাবে তথ্য প্রযুক্তিখাতে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল এ তিনটি দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে তথ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের দোরগোড়ায় তথ্যপ্রযুক্তি সেবা পৌঁছানোর পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

এ প্রকল্পটির আওতায় বাংলাদেশের জন্য ৯.৪৩ কোটি টাকার অনুদান সহায়তা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ অর্থে তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের ২০০ টি ইউনিয়নে তথ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। ফলে ২০০ টি ইউনিয়নে তথ্যসেবা কেন্দ্রের বিপরীতে ৪০০ টি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বর্তমানে প্রকল্পটির আওতায় বিভিন্ন ধাপে এ ৪০০ জন উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষে তথ্যসেবা কেন্দ্রগুলিকে আনুষঙ্গিক সরঞ্জামে সজ্জিত করে উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তা দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতের ক্রমবর্ধমান বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার মাধ্যমে "ভিশন-২০২১" এর লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।